সংবাদ

তারিখ ... 6 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৫১ ... কলাম ... ১ ...

ছাত্রলীগের টেন্ডারবাজি, দখল ও হামলা চলছেই

মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ছাত্রলীগ সারাদেশে নানা ঘটনার জন্ম দিচ্ছে। দখল, টেন্ডারবাজি, অন্তর্কলহ ও প্রতিপক্ষের ওপর হামলা ইত্যাকার অপকর্মে সংগঠনটি জড়িয়ে পড়ে। ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করলেও সংগঠনটির নেতাকর্মীদের বোধোদয় হয়নি। প্রায় প্রতিদিনই খবরের কাগজগুলোতে তাদের অপকর্মের খবর ছাপা হচ্ছে। গত সোমবার স্থানীয় ছাত্রলীগের বাধা ও হামলার কারণে রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের কালুরঘাট সেতুর ইজারার দরপত্র জমা দিতে পারেননি অনেক ঠিকাদার। এই সেতু ইজারার জন্য ৮৫টি দরপত্র বিক্রি হলেও ছাত্রলীগের বাধার কারণে দরপত্র জমা দেয়ার শেষ দিন মাত্র সাতটি দরপত্র জমা পড়েছে। আমাদের সহযোগী একটি দৈনিক খবরটি ছেপেছে।

একই দৈনিকে প্রকাশিত আরেকটি খবর থেকে জানা গেছে, চেম্বারে বসে উচ্চৈঃস্বরে মোবাইল ফোনে কথা বলতে নিষেধ করায় এক ছাত্রলীগ নেতা চিকিৎসককে ঘুষি মেরে আহত করেছেন। গত সোমবার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের বহির্বিভাগে এই ঘটনা ঘটেছে।

আরেকটি দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে গত সোমবার বাকৃবি ছাত্রলীগের দুই কর্মী প্রতিপক্ষের হামলায় আহত হয়েছেন। এই ঘটনায় পুলিশ বাকৃবি শাখার একজন ছাত্রলীগ নেতাকে আটক করেছে।

তিনটি ঘটনাই ঘটেছে একই দিনে। শুধু স্থান ভিন্ন। ছাত্রলীগের দখল, টেন্ডারবাজি ও অন্তর্কলহ দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে বলে মনে হয়। তাদের অপকর্মের ভুক্তভোগী হচ্ছে সাধারণ মানুষ। কারও কোন হুশিয়ারি বা সাবধানবাণীতেও তাদের কিছু এসে যায় বলে মনে হয় না। নইলে সংগঠন প্রধানের পদ থেকে প্রধানমন্ত্রী সরে দাঁড়ানোর পরও তাদের টনকনড়ছে না কেন? গঠনতন্ত্র সংশোধনের পর অবশ্য ছাত্রলীগ এখন আর আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে বিবেচিত হবে না। এখন হয়ত ছাত্রলীগের অপকর্মের দায় তাদের কাঁধেই চাপবে। তবে সংগঠনটির অপকর্ম প্রতিরোধের দায়িত্ব কিন্তু ঠিক সরকারের কাঁধেই থাকবে। সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে দেশে সব ধরনের দখল, হামলা ও টেন্ডারবাজি শক্ত হাতে দমন করা এবং এ সবের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু হুশিয়ারি বা ঘোষণায় যে ছাত্রলীগ সব অপতৎপরতা থেকে বিরত থাকবে তা নয়। সেটা গত সাত মাসে ভুক্তভোগীরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। এখন তাদের বিরুদ্ধে 'জোরালো আইনি' পদক্ষেপ নিতে হবে। কোথাও কোথাও দু'একজন ছাত্রলীগ কর্মীকে ধরা হচ্ছে বটে। তবে আমাদের বিশ্বাস মূল হোতারা নেপথ্যেই রয়ে গেছে। বিচ্ছিন্নভাবে দু'একজনকে গ্রেফতার করে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সম্ভব হবে না। এজন্য একটি সর্বাত্মক উদ্যোগ জরুরি। সরকারকে কথায় নয় কাজে ছাত্রলীগের দখল, টেন্ডারবাজি, সন্ত্রাস ইত্যাদিকে প্রতিরোধ করতে হবে।